আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

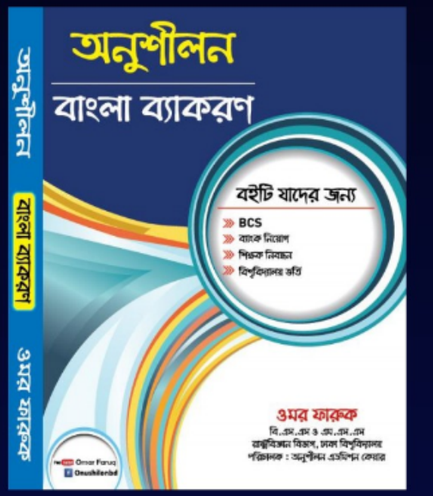

খাইছেন > খাইছুইন

ধ্বনি পরিবর্তন

উপভাষা

আঞ্চলিক ভাষা

পানি > হানি

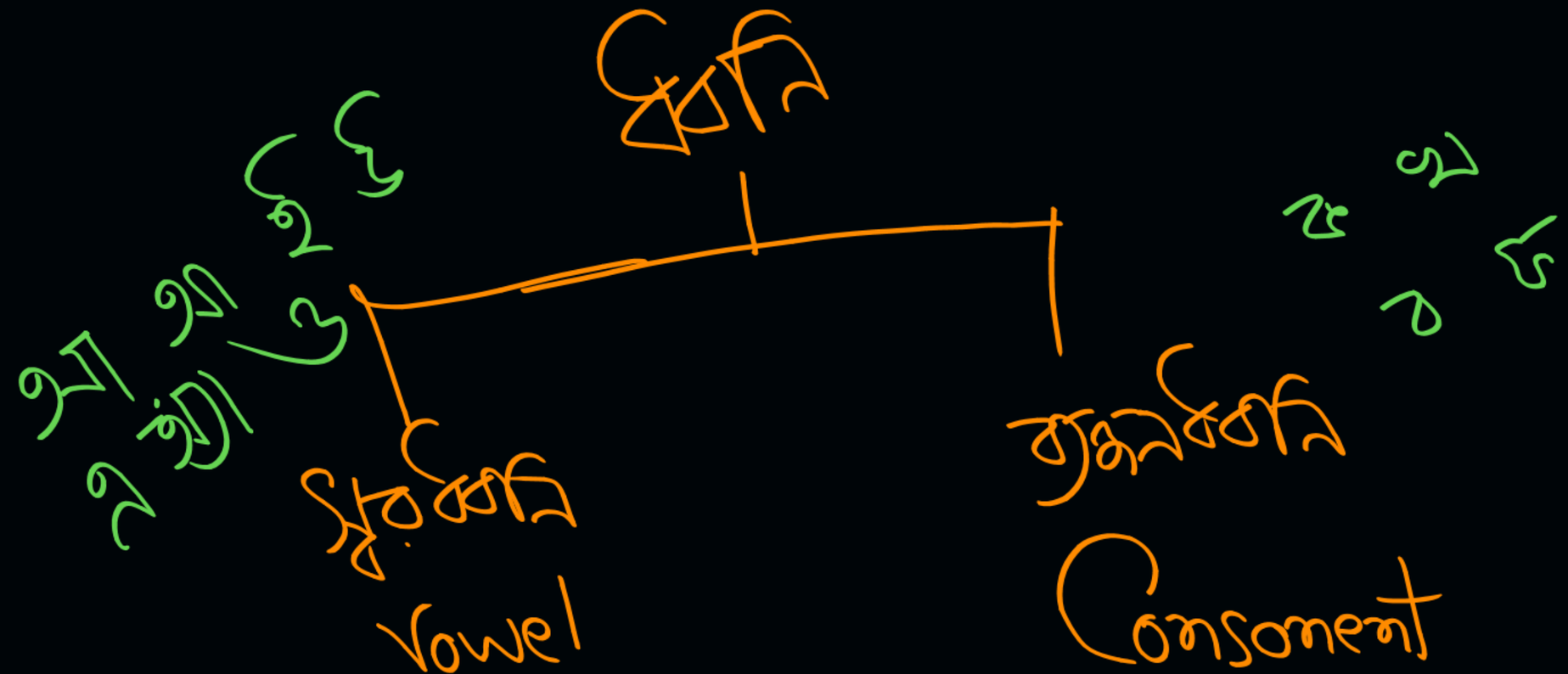
ধ্বনি
স্বরধ্বনি
Vowel
ব্যঞ্জনধ্বনি
Consonent

(বৃদ্ধি)
আগমন

৩ জন > ৪ জন

সংকোচন

ABC > BCD

③ ③

লোপ (কম)

৪ জন > ৩ জন

MPBIAN

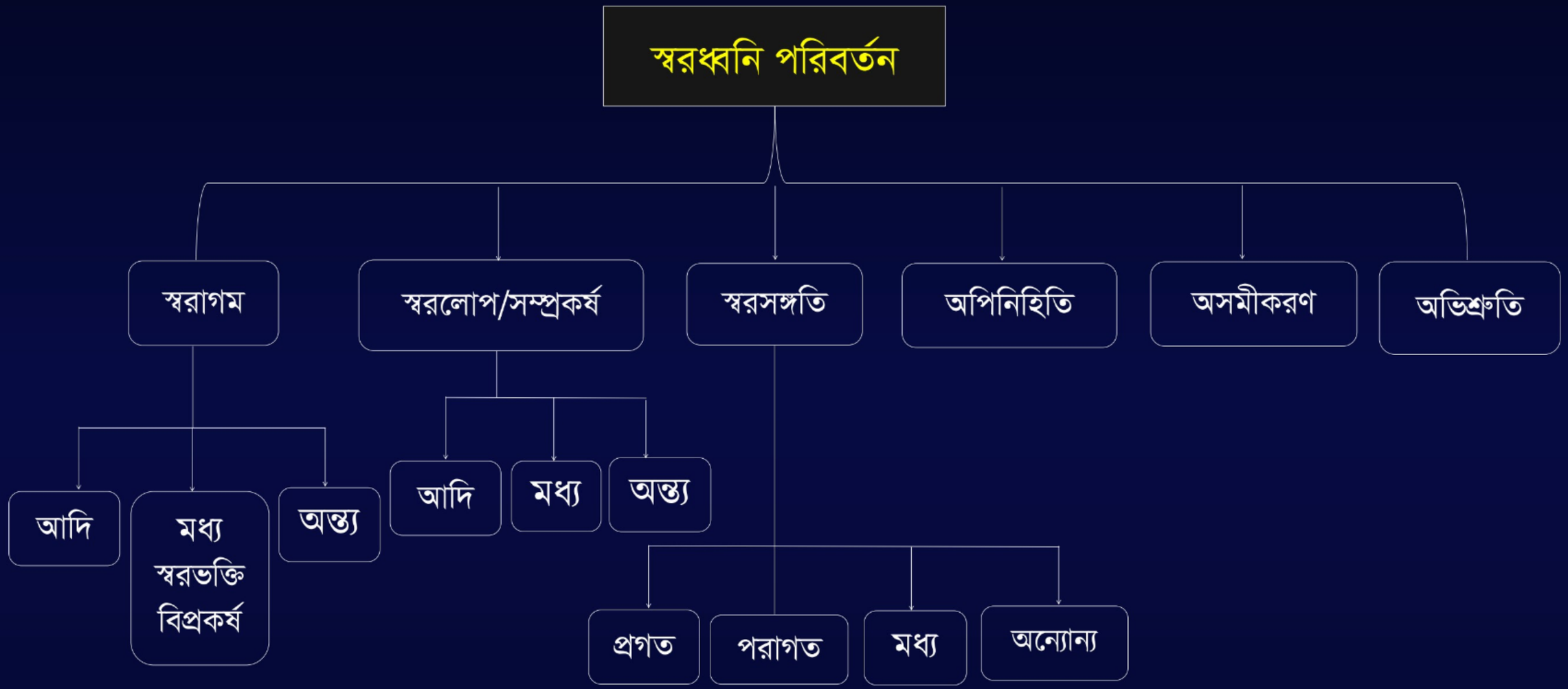
স্বরধ্বনি পরিবর্তন
স্বরাগম
স্বরলোপ/সম্প্রকর্ষ
স্বরসঙ্গতি
অপিনিহিতি
অসমীকরণ
অভিশ্রুতি
আদি
মধ্য স্বরভক্তি বিপ্রকর্ষ
অন্ত্য
আদি
মধ্য
অন্ত্য
প্রগত
পরাগত
মধ্য
অন্যোন্য

MPBIAN

আদি মধ্য ও অন্ত্য কী?

- আদি : আদি বলতে শব্দের একেবারে শুরুতেই স্বরধ্বনির অবস্থান বোঝায়। প্রয়োজনে বাংলিশ ভাষায় রূপান্তর করে এর সমাধান করা যেতে পারে। যেমন- স্টাফ > ইশটাফ (staf > estaf) তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, ই-কার ও এ-কার লেখা হয় আগে কিন্তু উচ্চারণ হয় পরে। যেমন- মিতু (ম+ই+ত+উ), দেখা (দ+এ+খ+আ)।
- মধ্য : আদি ও অন্ত্যের মাঝের পুরো স্থানই মধ্য। যেমন- জানলা > জানালা।
- অন্ত্য : একেবারে শেষে স্বরধ্বনির অবস্থানকে অন্ত্য বলে। যেমন- দিশ > দিশা।

১ম রোজা —— আদি

২-২৯ " —— মধ্য

৩০ " —— অন্ত

MPBIAN

স্বরধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র

১. কম > বেশি = স্বরাগম। যেমন- জানলা (২)> জানালা (৩), প্রীতি > পিরিতি, দিশ > দিশা।

২. বেশি > কম = স্বরলোপ। যেমন- ইস্টিশন > স্টেশন, খাইছুইন > খাইছেন।

৩. সমান > সমান = স্বরসঙ্গতি। যেমন- চুলা > চুলো (ও-কার), বিদেশি > বিদিশি।

৪. পরের ই/উ-কার আগে উচ্চারণ বা যুক্তবর্ণের পূর্বে ই/উ আগমন = অপিনিহিতি। যেমন- আশু > আউশ, আজি > আইজ, লজ্জা > লইজ্জা, সত্তর > সউত্তর।

৫. ই/উ-কার লোপ পেয়ে চলিত রীতিতে পরিবর্তন = অভিশ্রুতি। যেমন- মাইয়া > মেয়ে, চইল্যা > চলে, টাকুয়া > টেকো, হলুদিয়া > হলদে।

৬. দ্বিরুক্তি দূর করার জন্য স্বরধ্বনির আগমন = অসমীকরণ। যেমন- দম+দম > দমাদম, গপ+ গপ > গপাগপ, টপ+ টপ > টপাটপ।

MPBIAN

স্বরাগম : স্বরধ্বনির আগমনকেই স্বরাগম বলে। উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্যে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসলে তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন প্রকার। যথা-

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের আগমন হলে, তাকে আদি স্বরাগম বলে। {আদি বলতে শব্দের শুরুতেই স্বরধ্বনির উচ্চারণ বোঝায়} যেমন- স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টেশন।

**স্টেশন > ইস্টিশন হলেও অতিরিক্ত স্বরধ্বনির কারণে ‘আদি স্বরাগম’ হবে।

২. মধ্য স্বরাগম/ বিপ্রকর্ষ/ স্বরভক্তি (Anaptyxis) : শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত স্বরবর্ণের আগমন হলে, তাকে মধ্য স্বরাগম বলে। এটি দুইভাবে হতে পারে। যথা-

ক. যুক্তবর্ণকে ভেঙে পৃথক করলে সাধারণত মধ্য স্বরাগম হয়। যেমন- রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, বর্ষা > বরষা, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

খ. শব্দের মাঝে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসলেও তাকে মধ্য স্বরাগম হয়। {এখানে মধ্য বলে আদি ও অন্ত্যের মধ্যবর্তী স্থানকে বুঝায়।} যেমন- খাইছেন > খাইছুইন, জানলা > জানালা, মুরগ > মুরোগ, আজ > আইজ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য স্বরাগম (Apothesis) : শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন- দিশ> দিশা, বেঞ্চ> বেঞ্চি ইত্যাদি।

প্রীতি > পিরীতি

স্নান > সিনান

Snan > Sinan

MPBIAN

স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত থেকে স্বরবর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে স্বরলোপ বলে। স্বরাগমের বিপরীতই স্বরলোপ। স্বরলোপ তিন প্রকার-

১. আদি স্বরলোপ (Aphesis) : শব্দের শুরুতেই স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন- অলাবু > লাবু, ইস্কুল > স্কুল, ইস্ত্রি > স্ত্রী ইত্যাদি।

২. মধ্য স্বরলোপ (Syncope) : শব্দের মাঝ থেকে স্বরধ্বনি বিলুপ্ত হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন- ফিলিম > ফিল্ম, অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope) : শব্দের শেষে স্বরধ্বনি বিলুপ্ত হলে তাকে অন্ত্য স্বরলোপ বলে। যেমন- দিশা > দিশ, আশা > আশ ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতি

হিসাব > হিসাব

(i) প্রগত = ১ম স্বর কমন। চুলা > চুলো

(ii) পরাগত = শেষের স্বর কমন। শিক্ষা > শেখা
লেখন > লিখন
দেশি > দিশি

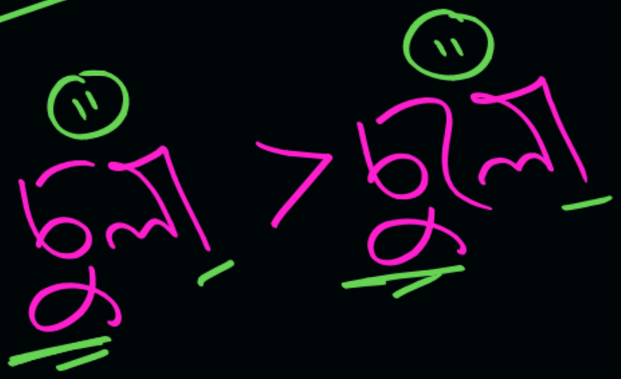

(iii) অন্যোন্য = কমন নেই (মোজা > মুজো

MPBIAN

প্রগত পরাগত মধ্য কী?

- **প্রগত :** প্রথম স্বর/ব্যঞ্জনধ্বনি উভয় শব্দে কমন থাকলে তাকে প্রগত বলে। যেমন- চুলা > চুলো, শিকা > শিকে, পদ্মা > পদ্দা, চক্র > চক্ক ।
- **পরাগত :** শেষের স্বর/ ব্যঞ্জনধ্বনি উভয় শব্দে কমন থাকলে তাকে পরাগত বলে। যেমন- দেশি > দিশি, আখো > এখো, তৎ+জন্য > তজ্জন্য, জন্ম > জম্ম, ইত্যাদি।
- **অন্যোন্য :** উভয় শব্দে কোনো স্বর/ব্যঞ্জনধ্বনি কমন না থাকলে তাকে অন্যোন্য বলে। যেমন- মোজা > মুজো, বিদ্যা > বিজ্জা, সত্য > সচ্চ ইত্যাদি।

MPBIAN

- **স্বরসঙ্গতি :** স্বরধ্বনির পরিবর্তন হলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। এক্ষেত্রে উভয় শব্দে স্বরধ্বনির সংখ্যা সমান থাকবে। স্বরসঙ্গতি চার প্রকার। যথা-

  ১. প্রগত : প্রথম স্বরধ্বনি উভয় শব্দে কমন থাকলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- মুলা > মুলো, শিকা > শিকে ইত্যাদি।

  ২. পরাগত : শেষের স্বরধ্বনি উভয় শব্দে কমন থাকলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- দেশি > দিশি ইত্যাদি।

  ৩. অন্যোন্য : আদ্য ও অন্ত্য উভয় স্বরের পরিবর্তন হলে। যেমন- মোজা > মুজো।

  ৪. মধ্য : শব্দের মাঝখানে কোনো স্বরের পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। এক্ষেত্রে কেবল মাঝের স্বরধ্বনির পরিবর্তন হবে, অন্য স্বরের পরিবর্তন হবে না। যেমন- বিলাতি > বিলিতি, বিদেশি > বিদিশি, জিলাপি > জিলিপি ইত্যাদি

MPBIAN

অতএব

**চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি : পূর্বস্বর উ-কার হলে স্বরসঙ্গতির ক্ষেত্রে আ-কার হয় না, ও-কার হয়। যেমন- মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো, গিলা > গেলা, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি।

**বিশেষ নিয়মে স্বরসঙ্গতি– উড়ুনি > উড়নি, এখুনি > এখনি ইত্যাদি।

{উড়নি, এখনি স্বরলোপ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো বিশেষ নিয়মে সাধিত স্বরসঙ্গতি}

MPBIAN

- **অপনিহিতি :** পরের ই/উ- কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। দুইভাবে অপিনিহিতি হতে পারে। যথা-

  ক. পরের ই/উ-কার আগে উচ্চারিত হলে। যেমন- আজি > আইজ, রাখিয়া > রাইখা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ।

  {তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রথম শব্দে অবশ্যই ই/উ থাকবে। যেমন- আজ > আইজ অপিনিহিতি নয়}

  খ. যুক্তবর্ণের পূর্বে ই/উ উচ্চারিত হলে। এক্ষেত্রে প্রথম শব্দে ই/উ থাকা জরুরি না। যেমন- লজ্জা > লইজ্জা, সত্তর > সউত্তর, সত্য > সইত্য, বাক্য > বাইক্য, কাজা > কাইজ্জা ইত্যাদি।
- **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূরীকরণে শব্দের মাঝে যে স্বরধ্বনির আগমন হয়, তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন- টপ + টপ > টপাটপ, ধব + ধব > ধবাধব, দম+ দম > দমাদম ইত্যাদি।
- **অভিশ্রুতি :** সাধু থেকে চলিত রূপান্তরের ক্ষেত্রে ই/উ ধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে শব্দ গঠন করলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন- ভাতুয়া > ভেতো, হলুদিয়া > হলদে, মাছুয়া > মেছো, মাইয়া > মেয়ে, টাকুয়া > টেকো, মানিয়া > মাইন্যা > মেনে, করিয়া > কইরা > করে ইত্যাদি।

MPBIAN

১. কোনটি আদি স্বরাগম? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (মুক্তিযোদ্ধা কোঠা) ২০১৬]

ক. রত্ন > রতন

খ. স্ত্রী > ইস্ত্রী

গ. গ্রাম > গেরাম

ঘ. স্নেহ > সিনেহ

MPBIAN

২. কোনটি অপিনিহিতি'র উদাহরণ? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০০৫ (চট্টগ্রাম বিভাগ)]*

ক. ইস্কুল
খ. আইজ
গ. ধপাধপ
ঘ. গেলাস

MPBIAN

৩. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৮ (স্থগিত ২০১৪) (সেট-৭২৭৭)]*

ক. চাদর
খ. গামছা
গ. মশারি
ঘ. লুঙ্গি

MPBIAN

৪. কাজা > কাইজ্জা কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. অপিনিহিতি

খ. স্বরাগম (সঠ)

গ. স্বরসঙ্গতি

ঘ. সমীভবন

MPBIAN

৫. মুরগ > মুরোগ কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. স্বরলোপ

খ. স্বরাগম

গ. স্বরসঙ্গতি

ঘ. বিষমীভবন

MPBIAN

৬. নিচের কোনটি অন্যোন্য স্বরসঙ্গতির উদাহরণ?

ক. বিলাতি > বিলিতি

খ. মোজা > মুজো

গ. গিলা > গেলা

ঘ. জুতা > জুতো

MPBIAN

৭. হলুদিয়া > হলদে কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. স্বরলোপ

খ. অপিনিহিতি

গ. স্বরাগম

ঘ. অভিশ্রুতি

MPBIAN

৮. নিচের কোনটি পরাগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ?

ক. আখো > এখো

খ. শিকা > শিকে

গ. বিলাতি > বিলিতি

ঘ. মোজা > মুজো

MPBIAN

৯. নিচের কোনটি বিপ্রকর্ষের উদাহরণ?

ক. রতন > রত্ন

খ. বাক্য > বাইক্য

গ. ধূলা > ধূলো

ঘ. প্রাণ > পরান

অধ্যায় ৭ এখো (অতিরিক্ত)

MPBIAN

ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন
ব্যঞ্জন বিকৃতি
বিষমীভবন
অন্তর্হতি
ব্যঞ্জনচ্যুতি
সমীভবন
ধ্বনি বিপর্যয়
দ্বিত্ব ব্যঞ্জন
র লোপ
হ লোপ
য়/ব শ্রুতি
প্রগত
পরাগত
অন্যোন্য

MPBIAN

- **ব্যঞ্জন বিকৃতি :** ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনধ্বনি সমান থাকে। যেমন- লেবু > নেবু, আসো > আহো, শুনছি > হুনছি, খারাব > খারাপ, মসৃণ > মসলিন ইত্যাদি।
- **বিষমীভবন :** সমবর্ণ থেকে একটি ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। এক্ষেত্রে সমবর্ণ পাশাপাশি হওয়া শর্ত নয়। যেমন- লাল > নাল, আনানস > আনারস, আরমারি > আলমারি, তরোয়ার > তলোয়ার, মর্মর > মার্বেল ইত্যাদি।
- **অন্তর্হতি :** শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন- মানুষ > মানু, আলাহিদা > আলাদা, স্ফূর্তি > ফূর্তি, [redacted] ইত্যাদি।
- **ব্যঞ্জনচ্যুতি :** সমবর্ণ থেকে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি বিলুপ্ত হলে তাকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলে। যেমন- বড়দাদা > বড়দা, মেঝদিদি > মেঝদি, বউদিদি > বউদি ইত্যাদি।

সমীর —

সাবেল

স + র + ম + র

স + র + ব + ল

MPBIAN

- **বিষমীভন :** সমবর্ণ থেকে পরিবর্তন। যেমন- লাল > নাল, শরীর > শরীল।
  ব্যঞ্জনচ্যুতি : সমবর্ণ থেকে বিলুপ্ত। যেমন- বউ দিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা।
- **ব্যঞ্জন বিকৃতি :** ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তন। যেমন- পানি > হানি, দাড়ানো > খাড়ানো।
  অন্তর্হতি : ব্যঞ্জনবর্ণ বিলুপ্ত হওয়া। যেমন- মানুষ > মানু, ফাল্গুন > ফাগুন।

- ধ্বনি পরিবর্তনের অসাধারণ একটি কৌশল আছে। দুটো শব্দ পরস্পর ভেঙে নিচে নিচে বসাবে। তার সে অনুসারে ধ্বনি পরিবর্তন নির্ণয় করা হবে। যেমন-

সকল > হকল,	সুবর্ণ > স্বর্ণ-
সকল = স+ক+ল	সুবর্ণ = স+ উ+ ব+ র+ ণ
হকল = হ+ ক+ ল (ব্যঞ্জন বিকৃতি)	স্বর্ণ = স+ ব+ র+ ণ (মধ্য স্বরলোপ)

বদ + জাত = বজ্জাত

সমীভবন

দুঃ + ধ্বংস = দুধ্ধ্বংস

দুটি ভিন্ন ধ্বনি এক হওয়া।

MPBIAN

- **সমীভবন :** শব্দ মধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনি এক হলে বা প্রায় এক হলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন- জন্ম > জম্ম, দুর্গা > দুগ্‌গা ইত্যাদি। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সমীভবনের নিয়মে হয়। সমীভবন তিন প্রকার। যথা-

  ক. প্রগত সমীভবন : প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি কমন থাকলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন- চক্র > চক্ক (চ+ক+রো > চ+ক+কো), লগ্‌ন > লগ্‌গ, পদ+ হতি > পদ্ধতি ইত্যাদি।

  খ. পরাগত সমীভবন : শেষের ব্যঞ্জনধ্বনি কমন থাকলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন- জন্ম > জম্ম, ভর্তা > ভত্তা, বদ+ জাত > বজ্জাত, রাধ+ না > রান্না, গৃহিণী > গিন্নি ইত্যাদি।

  গ. অন্যোন্য সমীভবন : উভয় ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন- সত্য > সচ্চ (সত+ত > সচ+চ), বিদ্যা > বিজ্জা (বিদ+দা > বিজ+জা) ইত্যাদি।

MPBIAN

- **ধ্বনি/ বর্ণ বিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির পরস্পর স্থান পরিবর্তন হলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন- রিক্শা > রিশকা, আমানত > আনামত, তলোয়ার > তরোয়াল, বক্স > বস্ক, সিগরেট > সিরগেট ইত্যাদি।
- **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** শব্দে গুরুত্ব দেয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন- সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা, সবাই > সব্বাই, কিছু > কিচ্ছু, চক্র > চক্কর ইত্যাদি।
- **র-লোপ :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের মধ্যে 'র' বিলুপ্ত হয় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন- কর্তা > কত্তা, ধর্ম > ধম্ম, করলাম > কল্লাম, তর্ক > তক্ক, খরিদ্দার > খদ্দের ইত্যাদি।
- **হ লোপ :** উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেক সময় শব্দে হ বিলুপ্ত হয়। যেমন- আলাহিদা > আলাদা, শাহরুখ > শারুখ, পুরুহিত > পুরুত, ফলাহার > ফলার, গাহিল > গাইল ইত্যাদি। অপশনে 'হ লোপ' না থাকলে অন্তর্হতি উত্তর হবে।
- **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি :** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর (যৌগিক স্বর) না হয় তবে উচ্চারণের সুবিধার্থে স্বরধ্বনির মাঝে অন্তঃস্থ 'য়' (ণ) বা অন্তঃস্থ 'ব' (ড) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান 'য়' ও 'ব' উচ্চারণ য়/ব-শ্রুতি বলে। যেমন- খা+ আ = খাওয়া, মা+আমার = মায়ামার, যা+ আ = যাওয়া ইত্যাদি।
-

সয়ন > সঙন (বিকৃতি)

স + য় + ন

স + ঙ + ন

MPBIAN

১. র লোপ পাওয়া ব্যঞ্জধ্বনির উদাহরণ কোনটি?

ক. তক্ক

খ. যাওয়া

গ. খেলা

ঘ. আল্লা

MPBIAN

২. তলোয়ার > তরোয়াল কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. ব্যঞ্জন বিকৃতি

খ. বর্ণ বিপর্যয়

গ. বিষমীভবন

ঘ. ব্যঞ্জনচ্যুতি

MPBIAN

৩. বাপজান > বাজান কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. অভিশ্রুতি

খ. অন্তর্হতি

গ. স্বরলোপ

ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতি

MPBIAN

৪. গহনা > গয়না কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. অন্তর্হতি

খ. হ লোপ

গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি

ঘ. ধ্বনি বিপর্যয়

MPBIAN

৫. চাহিয়া > চাইয়া কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. অভিশ্রুতি

খ. হ লোপ

গ. অন্তর্হতি

ঘ. অপিনিহিতি

MPBIAN

৬. চানাচুর > চাচানুর কোন ধ্বনি পরিবর্তন?

ক. ধ্বনি বিপর্যয়

খ. অন্তর্হতি

গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি

ঘ. সম্প্রকর্ষ

চ+ ন+ চ+র

চ + চ + ন + র

৪ প্রকারঃ

ধ্বনি পরিবর্তন এর প্রকারঃ

সান্তুন / সমুন

(i) আগমন

(ii) লোপ

(iii) রূপান্তর

(iv) স্থানান্তর

MPBIAN

Thank You